Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 31st Oct. 1956 { ২৫শ সংখ্যা

হাতে কাটা

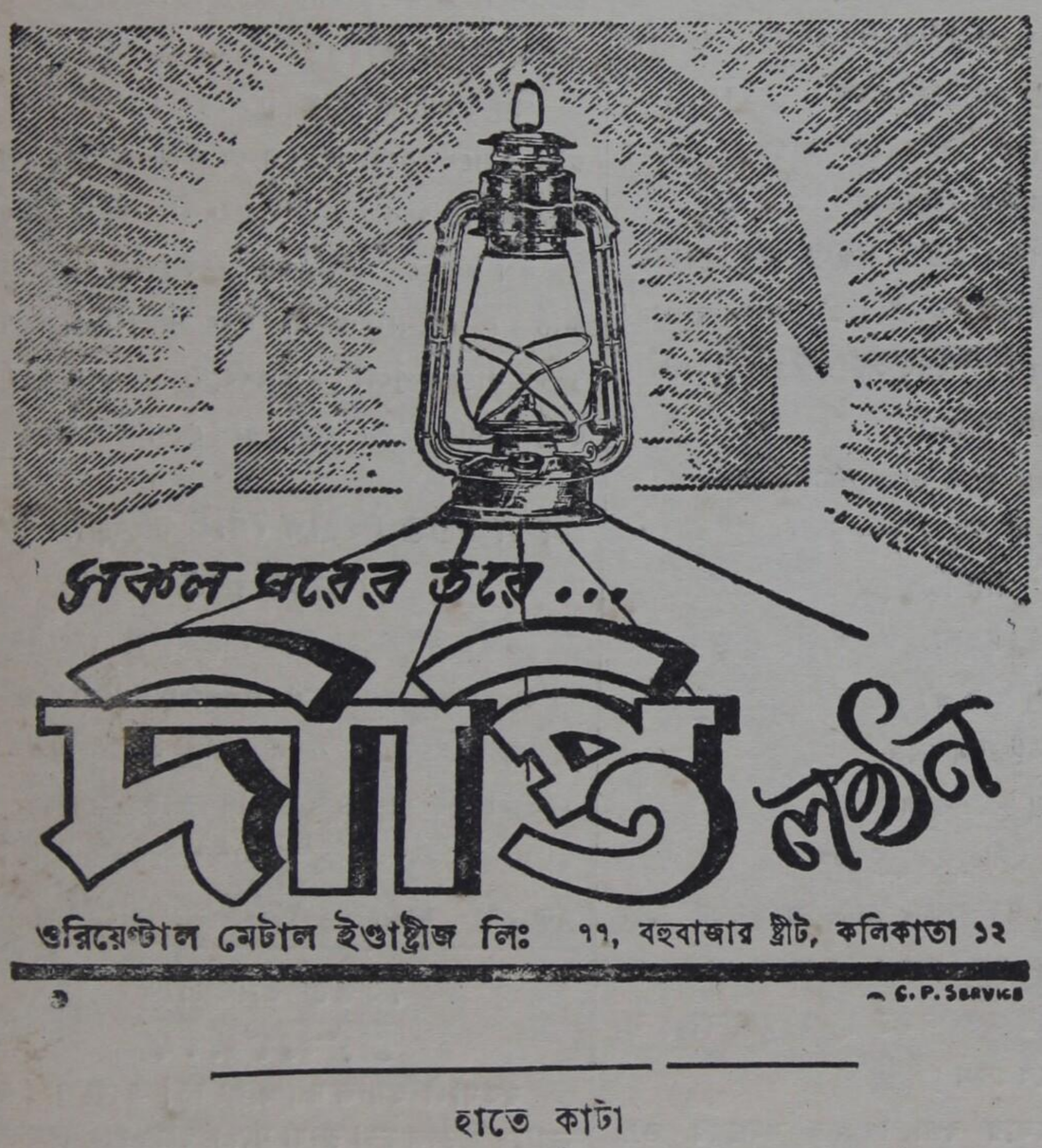

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৩৩৪ থাং ডিঃ নবকুমার সিংহ দুধোরিয়া দিং দেং জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দিং দাবি ১৪০০॥৵৩ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৩ শতকের কাত ৩।৶০ তন্মধ্যে দেন্দারগণের অর্দ্ধাংশে ১॥০ শতকের কাত হারাহারি মতে ১॥৶৬ আঃ ১০০৲ থং ৬৪২ দখলকার স্বত্ব ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১৩ শতকের কাত ১৫/০ তন্মধ্যে দেন্দারগণের অর্দ্ধাংশে ৬॥০ শতকের কাত হারাহারি মতে ৭॥৶৬ উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত পোক্তা বসত বাটী ইট, কাঠ, তীর, বরগা, কপার্ট, চৌকাঠ ও জানালা সহ নওয়া জিমা আঃ ১০০০৲ থং ৪৮৬ বসত প্রজা স্বত্ব

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

৪৬ থাং ডিঃ সেবাইত শ্যামাচরণ নাথ দেং নবগোপাল ধর দাবি ২৩।৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ৫ শতকের কাত ৩৲ দেন্দারের এক চতুর্থাংশে ১।০ শতকের কাত হারাহারি মতে ৸০ উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত পোক্তা ঘর মায় ইট, কাঠ, তীর, বরগা, কপাট ও জানালা সহ নওয়া জিমা আঃ ১০৲ থং ৭৬০ দখলকার চিরস্থায়ী স্বত্ব

৪৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০৶৬ মৌজাদি ঐ ৫ শতকের কাত ৩৲ দেন্দারের দখলায় এক চতুর্থাংশে ১।০ শতক জমির কাত হারাহারি মতে ৸০ উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত পোক্তা ঘর মায় ইট, কাঠ, তীর, বরগা, কপাট ও জানালা সহ নওয়া জিমা আঃ ১০৲ থং ৭৬০ ঐ স্বত্ব

৪৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩১।৶৩ মৌজাদি ঐ ৫ শতকের কাত ৩৲ দেন্দারের এক চতুর্থাংশে ১।০ শতকের কাত হারাহারি মতে ৸০ উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত পোক্তা ঘর মায় ইট, কাঠ, তীর, বরগা, কপাট ও জানালা সহ নওয়া জিমা আঃ ১০৲ থং ৭৬০ ঐ স্বত্ব

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

"দেখিলেও না হয় প্রত্যয়"

ত্রেতাযুগের কথা—রামচন্দ্র সাগর বন্ধন করার জন্য জলে শিলা ভাসাইয়াছিলেন, তাঁহার বানর সৈন্যগণ রাবণ বধের পর সকলে মিলিয়া সংগীত আলাপ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ কথা রামায়ণে পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও অনেকেই বিশ্বাস করেন না। তাই কবি বলিয়াছেন—

"জলে শিলা ভেসে যায়,
বানরে যে গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।"

আজ সকলে নিজের চোকে যাহা দেখিলেন, তাহাও কিছুদিন আগে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিত কি?

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুজী গত ২১শে অক্টোবর বেলা ১১টার সময় শিলং হইতে দমদম বিমান বন্দরে অবতরণ করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের কাজ শেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও পরিত্রাণ-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনকে সঙ্গে লইয়া হেলিকপ্টার যোগে পশ্চিম বঙ্গের প্লাবন দুর্গত অঞ্চল দেখিবার জন্য আকাশ পথে মুর্শিদাবাদ কান্দী অঞ্চলে ধাবিত হন। বিদ্যুৎ বেগে হেলি-কপ্টার গগন পথে উড়িয়া চলে। ডাইনে বাঁয়ে প্লাবিত (অধুনা জল নামিয়া যাওয়া) অঞ্চল দেখিতে দেখিতে কান্দীর নিকট খারসা নামক স্থানে অবতরণ করিয়া পুরন্দরপুর নামক গ্রামে যথারীতি মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া জনসভায় ভাষণ দেন। নিজের উপদেশাদি বিতরণ করিয়া বাংলা ভাষায় "এবার ডাক্তার রায় বলিবেন" এই কথা উচ্চারণ করিয়া সমাগত জনগণকে তাঁহার বাংলা ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় দিয়া চমৎকৃত করেন। তাঁহার উক্তির সারাংশ আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি। আকাশ পথে বিমান বাহন তাঁহাদের উড়াইয়া মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও হুগলীর প্লাবিত অংশ প্রত্যক্ষ করেন। অবশ্য ডান দিকে যখন তাকাইয়া দেখেন তখন বাঁ দিকের অংশ অনেক দেখিতে পান নাই। চক্ষের নিমিষে কতদূর এগিয়ে আসে তাহা যাঁহারা হেলিকপ্টারে উড়িয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। তবে হাঁড়ির ভাত একটা টিপিয়া দেখিলেই বাকি সব ভাতের অবস্থা অনুমান করা কঠিন নয়।

১১টার সময় দমদম হইতে যাত্রা করিয়া এমন সময়ে ফিরিয়াছেন যে অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় কলিকাতা রাজভবনে উপস্থিত হইয়া এক সাংবাদিক বৈঠকে বন্যা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন।

দিল্লী যাওয়া খুব জরুরী। ওখানে যমরাজার সহোদরা যমুনা দেবী স্ফীতা হইয়া দিল্লী মহানগরী চুম্বনে উদ্যতা। নাগা পাহাড়ে বিদ্রোহ নির্ব্বাপণ হয় নাই, আসামে ব্রহ্মপুত্র ক্ষেপিয়াছে, পশ্চিম বাংলা বিধ্বস্ত। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া সকলেরই মনে হয় এ পদের পদ-মর্য্যাদা অপেক্ষা "সামাল সামাল" দশাটাই বেশী। তবুও তো পাকিস্থানের ভারটা শরিয়তী সরিকরা লইয়া কতকটা হালকা করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের প্রধান মন্ত্রীর ঝঞ্ঝাট সব দেখিয়া আমাদের ছেলেবেলায় পড়া ইংরাজী "রয়াল রীডার" এর বুড়ীকে মনে হয়। তার সম্বন্ধে ইংরাজী পদ্যটি বাংলা অক্ষরে লিখে দিচ্ছি।

"দেয়ার ওয়াজ্ য়্যান ওল্ড ওম্যান
হু লিভ্ড্ ইন্ এ স্যু—
সি হ্যাড্ সো মেনি চিল্ড্রেন,
দ্যাট্ সি ডিড্'ন্ট্ নো হোয়াট্ টু ডু।
সি গেভ্ দেম্ সাম্ ব্রথ্
উইদাউট্ সাম্ ব্রেড্,
হুইপ্ড্ দেম্ সাউণ্ডলি
য়্যাণ্ড্ সেণ্ট্ দেম্ টু বেড্।

এত বড় দেশটার সব বিপদে তাঁকে সব দরদ নিয়ে দেখলে সময়ে কুলাবে কেন! কাজেই ৺যোগেন্দ্র সরকার মহাশয়ের এক নিশ্বাসে সব রামায়ণটা না শেষ করলে চলবে কেন!

পশ্চিম বাংলার বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের ভার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্রের উপর ন্যস্ত করা ছাড়া উপায় নাই।

আদর্শ গ্রাম

গত শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামগুলিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করার যে আঁচ দিয়াছেন তাহাতে সরকার গৃহগুলির যে উপকরণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যেন আদরহীন আদর্শ গ্রাম হইবে। উপকরণ সরকার দিবেন—যথা ঢেউতোলা টিন, বাঁশ, ইট পোড়াবার কয়লা। সিমেন্টের নাম শোনা যায় নাই। ইট গ্রামের লোকদের নিজে হাতে তৈরী ক'রে নিতে হবে। আমরা বাংলায় সরকার বলিতে ডাঃ বিধানচন্দ্রকেই মনে করি। লোকেরা ইট তৈরী করবে? শিখবে কোথা? সব মাটিতে কি ইট হয়? ডাক্তার বাবু খুব জানেন বলা যত সোজা করা তত সোজা নয়। তাঁহাকে আমরা মাটির তলায় রেলগাড়ী, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, এই সব পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাহীন কর্ম্মে হাত দিলে শেষ অবধি অযশের ভাগী হ'তে হবে।

পল্লীর চাষারা গ্রীষ্মকালে দুপুর বেলায় মাঠে হ'তে রোদে খেটে গলদঘর্ম্ম দেহে টিনের ঘরে শুয়ে শুয়ে কাবাব হবে তাতে এই বন্যার জ্বালার চেয়ে বড় কম কষ্ট হবে না। খুব ভেবে চিন্তে যা হয় করা উচিত। শ্রীমোহিতকুমার মৈত্র—সম্মুখে শীত এবং ১৩৬৪ সালের পূর্ব্বে যে তাদের খাদ্য উৎপন্ন হবে না ইত্যাদি বলিয়াছেন তাহা ভেবে দেখা উচিত।

অশোকস্তম্ভ বিহীন নোট চালু থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি

ভারত সরকারের যে সব কারেন্সী নোটের বা ব্যাঙ্ক নোটের উপরে ও জলছাপে অশোক স্তম্ভের প্রতিকৃতি নাই সেই সকল নোট ২৮শে অক্টোবর, ১৯৫৬ হইতে আরও ছয় মাস কাল বাজারে চালু থাকিবে বলিয়া ভারত সরকার 'গেজেট অব ইণ্ডিয়ায়' গত ২৭শে অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
চা-সংসদে
রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।
চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র

১৪ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৩ ইং ৩১শে অক্টোবর '৫৬

উদ্বাস্তুর ভাইফোঁটা

॥ শ্রীসু-মো-দে ॥

বার মাসে তের পরব্ পূব্ বাংলার গ্রামে,
বাদ যেতনা কোন কিছুই সব হত ধূমধামে।
সব চাইতে ভাই দ্বিতীয়া ভাইফোঁটা উৎসবে,
দেশটা সারা উঠত মেতে মুখর কলরবে।
প্রভাত হ'তে থাকত দেরী তখন নীড়ে পাখী,
ফুলকুমারী অঘোর ঘুমে রইত মুদি আঁখি,
ঐ সময়ে বোনের দল ফুল চয়নের তরে,
ছুটত সবে ফুলবাগানে তুলত আঁচল ভরে।
বুড়ো শিবের নাট দেউলে ফুলের হত স্তূপ,
চয়ন করা ফুলবালারা মালায় পেত রূপ।
কলাখোলের সূতায় গাঁথি রচত ফুলের হার,
আলপনাতে আঁকত পিঁড়ি গৃহের ভিতর বার।
আলিপনায় পূর্ণ হত বসতবাটীর মাটি,
স্নানটি সেরে বোনের দল সাজত পরিপাটি।
সবার ঘরে তৈরী হত হস্তে জননীর—
নারিকেলের নাড়ু মিঠাই নলেন গুড়ের ক্ষীর।
প্রদীপ জ্বেলে শাঁখ বাজায়ে পরিয়ে গলায় মালা,
ফোঁটা দিয়ে বাড়িয়ে দিত জলখাবারের থালা।
সেই থালাতে থাকত কত রকম খাবার মোয়া,
উড়কি ধানের মুড়কি মিঠা ক্ষীর দধি মালপোয়া।
শালি ধানের চিঁড়া পায়েস থাকত নলেন গুড়,
ভাইবোনেরা খেতাম সবে খাদ্য সুপ্রচুর।
দুপুরবেলা ভাতের সাথে চিতল ইছার* ঝোল,
ভাইবোনেরা খেতাম সুখে উঠত খুশির রোল।
সেথায় ছিল প্রচুর খাবার ছিল না অসুবিধা,
দ্বিজাতিবাদ অপভাষ্যে বাংলা আজি দ্বিধা!
দেশভূমির স্বপ্ন স্মৃতি করছে আকুল পারা,
কৃষ্টি বজায় রাখতে গিয়ে হিন্দু ভিটেহারা!
সর্ব্বহারা ছিন্নমূলের ভায়ের কপাল ফাটা,
বোনের ফোঁটা পারে কি দিতে যমদুয়ারে কাঁটা?

*ইছা—চিংড়ী মাছ (পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায়)।

চুরি

গত ১৩ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটিতে শ্রীভবেন্দ্রনাথ পালের আড়ত ঘরের দুইটি তালা ভাঙ্গিয়া বা খুলিয়া দুইটি বাক্স ও খাতা চোরে লইয়া যায়। পরদিন একটি বাঁশঝাড়ে বাক্স দুইটি ভগ্ন অবস্থায় ও খাতাখানি ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তালা দুইটির সন্ধান মিলে নাই।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কালী পূজার তরজা

গান

কাল ভয়ে ডাকি মা
কাতরে।
কৃতান্তদলনি তোরে।
হবো সমন জয়ী, দয়াময়ী
তোমার নামের জোরে।

শুন মাগো চতুর্ভুজা, কি দিয়ে
তোর করবো পূজা,
শুদ্ধ জিনিস পাই মা কোথা
ভেজাল গেছে ভ'রে।

বিচার পেতে বিচারালয়,
গিয়ে দেখি মিছার আলয়,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি লয়
করে ঘুষখোরে তস্করে।

বিচার কর তুমি কালি,
ঘুষের নাম হ'য়েছে ডালি,
এ সভ্যতার গালে কালি,
বিচার করছে চোরে।

বিজ্ঞানের কাজ মানুষ মারা,
পরের রাজ্য দখল করা
নেমে আয় মা ভয়ঙ্করা
সব দে সাবাড় ক'রে।

বিক্রয়

১। শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্র মির্জ্জাপুরে রেল ষ্টেশন ও হাই স্কুলের সন্নিকটে ডি, বি রাস্তার উপর দীঘির পাহাড়ে পুষ্পোদ্যান ও মূল্যবান বৃক্ষাদি সহ মনোরম পরিবেশে বাংলো প্যাটার্ণের দ্বিতল বাড়ী সুলভে বিক্রয় হইবে।

২। (১) ৩½ বিঘা বাউণ্ডারী মধ্যে ১৫ কামরা-যুক্ত মনোরম দ্বিতল বাড়ী, ফুল ও মূল্যবান ফল বাগান; (২) সম্মুখে দুইটি পুকুর (৭ বিঘা); (৩) বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে বাউণ্ডারী যুক্ত ৫০।৬০ বিঘা মূল্যবান ফল বাগান ও কৃষি বা বাসোপযোগী জমি। ডেয়ারী, পোল্‌ট্রি, ফিসারী, সেরী-কালচার ও হটী কালচারের যথেষ্ট সুবিধা আছে। গণকর ও জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের ২।৩ মাইলের মধ্যে। একত্রে, আংশিক বা জমি প্লটে সুলভে বিক্রয় হইবে। সত্বর অনুসন্ধান করুন।

শ্রীজগদানন্দ সরকার
পোঃ দফরপুর (মুর্শিদাবাদ)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

৪৯ খাং ডিঃ শ্যামাচরণ নাথ দিং দেং প্রভাসচন্দ্র সেনগুপ্ত দিং দাবি ১২৫৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর সেকেন্দরা ৫-১৯ শতকের কাত ২৩।৶০ আঃ ৫১৫৲ খং ৪৯ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৫৯ খাং ডিঃ নিত্যগোপাল ধর দিং দেং স্বর্ণ-লতা দাসী দাবি ৩১৸৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ২৫ শতকের কাত ১২।০ খোঁয়াড়ের ৪৲ বাদে ৮।০ আঃ ১০৲ খং ৫৯ ও ৬২ কোর্ফা স্বত্ব

১৩৪ খাং ডিঃ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং দেং বিভূতিভূষণ সরকার দিং দাবি ২৬৸৶০ থানা সুতী মৌজে রাতুরী ১-১৫ শতকের কাত ১০।৶৫ আঃ ১১৫৲ খং ২৭৮ রায়ত স্থিতিবান

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৯শে নভেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১০ স্বত্ব ডিঃ নগেন্দ্রনাথ শীল দিং দেং জগৎ মণ্ডল দাবি ১৮৮৸০ থানা সাগরদীঘি মৌজে পলন্দা ২-৩৮ শতকের কাত ৪।০ আ ১০০৲ খং ৪৪১ উক্ত জমি মধ্যে ৫২ শতক নিলাম হইবে হারাহারি কাত ১৲ রায়ত স্থিতিবান্

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃ
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত